

## চবি ছাত্রলীগের কর্মসূচি অব্যাহত প্রক্টোরিয়াল বডি'র পদত্যাগ

চট্টগ্রাম ব্যুরো/চবি প্রতিনিধি

ছাত্রলীগের চাপের মুখে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টোরিয়াল বডি'র চার সদস্য মঙ্গলবার পদত্যাগ করেছেন। এর মধ্যে তিন সদস্যের পদত্যাগের গ্রহণ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এর আগে সোমবার মধ্যরাত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের

৬টি ছাত্র হল একযোগে তরঙ্গি অভিযান চালিয়েছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। রাত সাড়ে ১১টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত একটানা এ অভিযান চালানো হয়। এদিকে উপাচার্য প্রফেসর ড. এম বদিউল আলমের পদত্যাগের দাবিতে ছাত্রলীগ পদত্যাগ : পৃষ্ঠা ১৩ : কলাড ৫

### পদত্যাগ : চবি

(শেখ পুটার পর) তাদের আন্দোলন কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে। মঙ্গলবার ছাত্রলীগ উপাচার্যের কার্যালয় বেঙ্গাও করে রাখে। এ সময় টেলিফোন সংযোগের তার কেটে দিচ্ছে ভেপুটি রেজিস্ট্রারকে ঘোরপূর্বক কক্ষ থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। ছাত্রলীগ বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে উপাচার্যের কুশপুত্রদিক দাখ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যথারীতি বিভিন্ন পরীক্ষা ও শ্রেণী কার্যক্রম চললেও উপস্থিতি ছিল কম।

বিশ্ববিদ্যালয় ও পুলিশ প্রশাসন জানায়, উপাচার্যের পদত্যাগ দাবিতে ছাত্রলীগ শনিবার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাঙ্গা খুলিয়ে দিলে ক্যাম্পাস অচল হয়ে পড়ে। এরপর সরকারের চাপের মুহুর্তে ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিষ্কৃতি সোমবার থেকে আবার স্বাভাবিক হয়। কিন্তু ছাত্রলীগ উপাচার্যের পদত্যাগ দাবিতে আন্দোলন কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে। সোমবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে একযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ আবদুর রব হল, জাঙ্গাল হল, এএফ রহমত হল, সাহাঙ্গাল হল, সোহরাওয়ার্দী হল এবং সাহ আমানত হল তরঙ্গি শুরু করে পুলিশ ও গ্যাব সদস্যরা। এসব হলের রুমে রুমে গিয়ে তারা বহিরাগত ছাত্র এবং অবেধ অস্থি আছে কিনা তরঙ্গি চালায়। তরঙ্গি অভিযানে ৫ শতাধিক গ্যাব ও পুলিশ অংশ নেয়। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর, প্রভোস্ট, হাউস টিউটর ও পরিবেশ পর্যায়ের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। রাত সাড়ে ১১টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত একটানা দু'ঘণ্টা এ অভিযান চালানো হলেও বহিরাগত কোন ছাত্র এবং অবেধ অস্থি পাওয়া যায়নি। তবে শহীদ আবদুর রব হল থেকে ৩ জন অনাবাসিক ছাত্রকে আটক করা হলেও পরে তাদের কাছ থেকে মূলশেলা নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। এরা হচ্ছে— বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের মাসুম মিয়া, প্রাণী বিদ্যা বিভাগের রাফিক হোসেন ও সূদীপ চন্দ্র বিশ্বাস।

মঙ্গলবার বেলা ১১টার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টোরিয়াল বডি'র চার সদস্য তাদের পদত্যাগপত্র দেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মোঃ জহুরুল ইসলামের কাছে। তারা হলেন— সহকারী প্রক্টর মোঃ আনোয়ার হোসেন, নুরুল ইসলাম, এইচএস ফারুক আলম ও মোহাম্মদ মজুর মোর্শেদ। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও জনের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করলেও সহকারী প্রক্টর মোহাম্মদ মজুর মোর্শেদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেনি। ইতিহাস বিভাগের ড. মোহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলামকে নতুন প্রক্টর এবং রাশেদ উন নবী ও নুরুল ইসলামকে সহকারী প্রক্টর নিয়োগ করা হয়েছে। ছাত্রলীগ উপাচার্য ড. এম বদিউল আলমের পদত্যাগের একদম দাবিতে মঙ্গলবার বেলা ১১টার

জার্মপতলা থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলটি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থান প্রদক্ষিণ করে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা প্রশাসনিক ভবনে অবস্থান ধর্মঘট পালন করে। এ সময় তারা জিপির কুশপুত্রদিক দাখ করে। এরপর এত প্রতিবাদ সমাবেশে ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ বলেন, যতদিন পর্যন্ত এ দুর্নীতিবাজ উপাচার্য পদত্যাগ করবেন না, ততদিন পর্যন্ত আন্দোলন কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ জাফির উর রশিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মাসুম মিয়া, মহসিন করিম রিসেম প্রমুখ।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান পার্শ্বিক পরিষ্কৃতিতে শিক্ষক সমিতির করণীয় বিষয়ে শিক্ষক সমিতি কার্যনির্বাহী পরিষদের এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উক্ত পরিষ্কৃতির জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। সমিতির সাধারণ সম্পাদক ড. মোঃ জাহুরুল হুনা স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উচ্চতর পরিষ্কৃতি প্রশাসনিক অনিয়ম ও দায়িত্বহীনতার পরিচয় বহন করে। বিরাজমান পরিষ্কৃতি থেকে পরিষ্কৃতি এবং শিক্ষার মান অক্ষয় রাখার জন্য প্রশাসনিক অনিয়ম-দুর্নীতির সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়।